7889 - নবজাতকরে অভ্যর্থনায় ইসলামী কার্যাবলি

প্রশ্ন

একদনি বা দুই দনি পরে যে নতুন সন্তান আসতে যাচ্ছে তার অভ্যর্থনার জন্য আমার করণীয় কী? আমার কী ধরনরে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচতি? আমার জন্য অনুসরণীয় কোনো সুন্নাহ আছে কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তনিি যনে আপনার নতুন সন্তানে বরকত দান করনে এবং তাকে নকেকার মুত্তাকীদরে অন্তর্ভুক্ত করনে; যাতে করে সে আপনার নকে আমলরে পাল্লায় স্থান লাভ করে। কনেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “আদম সন্তান মারা গলেে তার সকল আমল থমেে যায় কবেল তনিটি ছাড়া: সদকায়ে জারয়িা (প্রবহমান দান), এমন জ্ঞান যা উপকারী এবং এমন নকে সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”[হাদীসটি মুসলমি (১৬৩১) বর্ণনা করনে]

দুই:

আমাদরে জানামতে নবজাতকরে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুতি হসিবেে তার জন্মরে এক বা দুই দনি আগে কংিবা তার চয়েে কম-বশেি দনিে করণীয় কোনো শরয়ি আমল নইে; কবেল সাধারণ কল্যাণকর দোয়াগুলো ছাড়া। যমেন: নবজাতকরে নরিাপত্তা, সুস্থতা, হদোয়াত প্রভৃতরি জন্য দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা তার কতিাবে নকেকার নারী ইমরানরে স্ত্রীর দোয়ার কথা উল্লখে করছেনে। ইমরানরে স্ত্রী দোয়া করছেলিনে:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36)

“স্মরণ করো, যখন ইমরানরে স্ত্রী বলল: ‘হে আমার প্রভু! আমার পটেে যে সন্তান রয়ছেে তাকে আমি একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ থকেে তুমি তাকে গ্রহণ করো। নশ্চিয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।”

তারপর যখন তনিি তাকে প্রসব করলনে তখন বললনে: ‘হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করছে’ি – সে যা প্রসব করছেে তা তো আল্লাহই ভালো জাননে – ‘পুরুষ তো নারীর মতো নয়, আমি তার নাম দয়িছেি মারয়িম, আর আমি তাকে

ও তার সন্তান-সন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তানের প্রভাব থেকে (রক্ষার জন্য) আপনার হেফাজতে দিচ্ছি।"[সূরা আলে-ইমরান: ৩৫-৩৬]

সন্তান আগমনের দিন এবং তার পরবর্তী দিনগুলোতে আপনার করণীয় সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. নবজাতককে তাহনিক করানো এবং তার জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব।

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'আমার একটি ছেলে সন্তান জন্ম নিলে আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তার নাম দিলেন 'ইবরাহীম' এবং তাকে 'তাহনিক' (খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন) করালেন, তার বরকতের জন্য দোয়া করে দিলেন এবং আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।'[হাদীসটি বুখারী (৫১৫০) ও মুসলিম (২১৪৫) বর্ণনা করেন]

তাহনিক হচ্ছে শিশু জন্মের পর তার মুখে খেজুর অথবা মধুর মতো মিষ্টি কিছু প্রদান করা।

খ. জন্মের প্রথম অথবা সপ্তম দিনে সন্তানের নাম রাখা জায়েয।

- আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের নামে তার নাম রেখেছি 'ইব্রাহীম'।...' [হাদীসটি মুসলিম (৩১২৬) বর্ণনা করেন]

- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হোসাইনের জন্য সপ্তম দিনে আকীকা করেছেন এবং তাদের নাম রেখেছেন।[হাদীসটি ইবনে হিব্বান (১২/১২৭) ও হাকেম (৪/২৬৪) বর্ণনা করেন। হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৯/৫৮৯) হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

গ. আকীকা ও খতনা

১. সালমান ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক শিশুর পক্ষেই আকীকা করা দরকার। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (পশু যবেহ কর) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন: চুল) দূর কর।"[হাদীসটি তিরমিযী (১৫১৫), নাসাঈ (৪২১৪), আবু দাউদ (২৮৩৯) ও ইবনে মাজাহ (৩১৬৪) বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসকে শাইখ আলবানী 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে (৪/৩৯৬) সহিহ বলে গণ্য করেন]

২. সামুরা ইবনে জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হয়, তার নাম রাখতে হয় এবং তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হয়।"[হাদীসটি তিরমিযী (১৫২২), নাসাঈ (৪২২০) ও আবু দাউদ (২৮৩৮)

বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গালীল’ গ্রন্থে (৪/৩৮৫) হাদীসটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

ইমাম ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ যা বলছেনে তার সারকথা হলো:

আকীকার অন্যতম ফায়দা হচ্ছে এটি এমন একটি কুরবানী, যার মাধ্যমে নবজাতক শশিুকে এই দুনয়িা্য আগমনরে পর পরই আল্লাহর সান্নধি্যে আনা হয়।

এর অন্যতম ফায়দা হচ্ছে এটি নবজাতকরে জন্য একটি মুক্তপিণ। শশিুর আকীকা তার জন্য মুক্তপিণস্বরূপ, যাতে সে তার পতিা-মাতার জন্য সুপারশি করতে পার।ে

এর আরো একটি ফায়দা হচ্ছে এটি একটি কুরবানী, যার মাধ্যমে নবজাতকরে মুক্তপিণ প্রদান করা হয, যমেন আল্লাহ ইসমাইল আলাইহসি সালামকে একটি ভড়োর মাধ্যমে মুক্তপিণ দয়িছেলিনে।[তুহফাতুল মাউলূদ (পৃ. ৬৯)]

সম্ভবতঃ আকীকার অন্যতম আরকেটি উপকারতিা হলো ওলীমায় আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব জমায়তে হওয়া।

গ. অন্যদকিে খতনা স্বভাবজাত সুন্নাহর অন্তর্গত। এটি শশিুর জন্য একটি ওয়াজবি আমল। কনেনা এটি পবত্রিতার সাথে জড়তি; যা নামাজ বশিুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত।

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: ‘পাঁচটি কাজ সহজাত সুন্নতরে অন্তর্ভুক্ত: খতনা করা, লজ্জাস্থানরে আশপোশরে চুল কামানো, বগলরে নচিরে চুল উপড়ে ফলো, নখ কাটা এবং মোচ খাট করা।’[হাদীসটি বুখারী (৫৫৫০) ও মুসলমি (২৫৭) বর্ণনা করনে]

তনি:

আলমেরা নবজাতক সংক্রান্ত সুন্নাহর মাঝে ডান কানে আযান দওেয়ার বষিয়টি উল্লখে করে থাকনে। ফলে সে দুনয়িাতে আসার পরে সর্বপ্রথম তাওহীদরে বাণী শুনে থাকব।ে এই কাজটরি বপিুল ও বরকতময় প্রভাব রয়ছে।ে অন্যদকিে বাম কানে ইকামত দওেয়ার বষিয়টি প্রমাণতি নয়। [দখেুন: আস-সলিসলিাতুদ দঈফা: (১/৪৯১)]

চার:

শশিুর মাথা মুণ্ডন করা ও জাফরান দয়িে মাথায় তলে মালশি করার ডাক্তারি উপকারতিা প্রমাণতি। এরপর চুলরে ওজন পরমিাণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দান করতে হব।ে এক্ষত্রেে মুণ্ডনকৃত চুল পরমিাপ করা শর্ত নয়। যদি এই কাজটি করা কঠনি হয়ে যায় তাহলে মুণ্ডনকৃত চুলরে অনুমতি একটি পরমিাণ ধরে সে পরমিাণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্যরে মূল্য মুদ্রায় নর্িধারণ করে কল্যাণকর খাতে দান করতে হব।ে

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর আল্লাহর দরূদ অবতীর্ণ হোক।